আনন্দ তেলতুম্বেডে 'রিপাবলিক অফ কাস্ট': বর্ণ ও শ্রেণির বিশ্ববীক্ষা

সুমন কল্যাণ মৌলিক*

স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে যে সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের রাজনীতি ও সমাজনীতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে তার মধ্যে দলিত প্রশ্নটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত বর্ণবাদী ব্যবস্থায় শূদ্রদের ওপর দীর্ঘ সময় ধরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে আক্রমণ নেমে এসেছে, উপনিবেশ উত্তর ভারতবর্ষেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। স্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যার সর্বাধিক অংশ, যারা শ্রমজীবী, যাদের ঘাম-রক্তেগড়ে উঠেছে এ রাষ্ট্র তারা এই বর্ণবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। ধীরে ধীরে আকার নিয়েছে দলিত রাজনীতি, অবশ্যই তা বহুমাত্রিক। প্রতিষ্ঠানের রাজনীতি তার প্রভুত্ব বজায় রাখতে একদিকে যেমন এই উদীয়মান দলিত রাজনীতির সর্বাত্মক বিরোধিতা করেছে, তেমনি আবার চেষ্টা করেছে তাকে আত্মসাৎ করবার। কিন্তু সমাজ বদলের রাজনীতি যারা করেন তারা অর্থাৎ ভারতের বামপন্থীরা দীর্ঘ সময় ধরে দলিত রাজনীতি, বর্ণ ও শ্রেণির মধ্যে সম্পর্কের বিন্যাস, ভারতীয় সমাজের বিশেষ ধরণের চরিত্রাবলী নিয়ে আলাদা করে মাথা ঘামাননি বরং এই বিশ্বাস পোষণ করে এসেছেন যে শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব দিয়ে আর বাকি সমস্যাগুলির মত এটারও সমাধান করা যাবে। অন্যদিকে যারা দলিত রাজনীতি অনুশীলন করেন, তাদের অবস্থা বদলের লড়াই করেন তারাও সচেতন বা অসচেতনভাবে দলিত রাজনীতির প্রধান প্রবক্তা বাবাসাহেব আম্বেদকর ও তার চিন্তাকে মার্কসবাদের প্রতিস্পর্ধা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস রাখেন। এর ফল কারোর পক্ষেই ভালো হয়নি। ভারতে বামপন্থীরা প্রান্তিক শক্তি হিসেবেই থেকে

গেছেন। একথা সংসদীয় ও অসংসদীয় উভয় পথের বামপন্থীদের একটা জায়গায় আটকে যাবার যে ব্যাপারটা ঘটেছে তার পেছনে যে সমস্ত কারণ রয়েছে তার মধ্যে দলিত রাজনীতির প্রশ্নে ভাবনা-চিন্তা গত দুর্বলতা একটা বড়ো কারণ। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও স্বীকার্য যে ৭০ দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের পর বিকল্প বামশক্তির আঙিনায় দলিত প্রশ্নটি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এখানে প্রথম উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রয়াত সন্তোষ রাণার কথা। এই কম্যুনিস্ট বিপ্লবী ধারাবাহিকভাবে দলিত ও আদিবাসী প্রশ্নটিকে নকশালপন্থী রাজনৈতিক আলোচনায় অ্যাজেন্ডা হিসাবে স্থাপন করতে সফল হন। তবে সংগঠন সেভাবে না থাকার কারণে সন্তোষ রাণার ভাবনা পশ্চিমবঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনার স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার এ রাজ্যে ৩৪ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংসদীয় বামশাসনে তপশিলি জাতির উন্নয়ন, ক্ষমতা কাঠামোতে তাদের স্থান — এসব নিয়ে কোন আলোচনা বা সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ফলিত ক্ষেত্রে পরিস্থিতির বদল ঘটল অন্য রাজ্যে। বিহারে বিভিন্ন নকশালপন্থী সংগঠন যেমন পার্টি ইউনিটি, এম সি সি, সিপিআই-এম এল (লিবারেশন) এর কাজের ক্ষেত্র যত বাড়ল তত দেখা গেল উচ্চ বর্ণের প্রতিরোধ, তাদের তৈরি প্রাইভেট আর্মি কর্তৃক সংগঠিত গণহত্যা, আর তার বিরুদ্ধে নকশালপন্থীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ। এই সশস্ত্র প্রতিরোধের ভরকেন্দ্র সেই নিরন্ন, ভূমিহীন,কৃষিজীবি মানুষ যারা আবার জাতের বিচারে সিংহভাগ দলিত। একই ঘটনা আরেকটু পরের দিকে ঘটল দলিত রাজনীতির আরেক গড় মহারাষ্ট্রে। এখানে সাম্প্রতিক সময়ে দলিত ও মাওবাদী পরিচিতি বহুলাংশে মিলেমিশে গেছে। আবার একই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে দলিত রাজনীতির এই বিযুক্তি দলিত রাজনীতিকেও বিপন্ন করেছে। কাশিরাম, মায়াবতী, রিপাবলিকান পার্টির বহুধাবিভক্ত নেতৃত্ব (রামদাস আটওয়াল, প্রকাশ আম্বেদকর প্রমুখ) মূলধারার দলিত রাজনীতি এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী দলিত রাজনীতি তৈরি করেছে যার ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিচারে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলিতরা প্রান্তেই থেকে গেছেন। তাদেরকে ব্যবহার করে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা ফুলেফেঁপে উঠেছেন। এর ফলে দলিত রাজনীতিও নতুন দিশা খুঁজছে। সাম্প্রতিক সময়ে রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিক্রিয়া, গুজরাটের উনাতে দলিতদেরঐতিহাসিক পদযাত্রা বা উত্তর ভারতে ভীম আর্মির উত্থান এই বাস্তবতাকেই চিহ্নিত করে। ফলে আজ দলিত রাজনীতির ইতিহাস ভূগোল নিয়ে আলোচনা করা যে কোন বামপন্থী তথা সমাজ মনস্ক মানুষের কাছে জরুরি কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

এই সময় হাতে এল আনন্দ তেলতুম্বেডের 'রিপাবলিক অব কাস্ট'। বাবাসাহেব আম্বেদকরের পরিবারের সন্তান, বিশিষ্ট ম্যানেজমেন্ট অধ্যাপক, দলিত রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যকার, সিভিল রাইটস আন্দোলনের কর্মী — এই সমস্ত পরিচয় আজ অতীত। তেলতুম্বেডে প্রধান পরিচয় তিনি ভীমা-কোরেগাও মামলায় এক অভিযুক্ত, তিনি রাষ্ট্রের কুশলী ষড়যন্ত্রের ফলে কারাগার তার আশ্রয়। মিথ্যা মামলা ও রাষ্ট্রের সন্ত্রাসকে তিনি

প্রতিমুহূর্তে প্রত্যক্ষ করছেন। তাৎপর্যের বিষয় হল বর্তমান গ্রন্থে এইভাবে যে কোন প্রতিবাদকে ভুয়ো মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে, প্রতিবাদীকে দেশদ্রোহী সাজিয়ে তাকে জেলে রাখার বিভিন্ন ঘটনার কথা একটি অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। আজ তিনি নিজেই সেই ষড়যন্ত্রের শিকার। এই বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কোনরকম ভনিতা না রেখে তেলতুম্বেড স্পষ্ট উচ্চারণ যা তুলে ধরার লোভ সামলানো যাচ্ছে না — "no radical change is possible in india without confronting caste contrary to the prevailing understanding of both the dalit and the left movements, I see class and castes are interwined. without the annihilation of caste, there can be no revolution in India, and at the same time, without a revolution there can be no annihilation of caste"। এই ভাবনাকে ভরকেন্দ্রে রেখে বইয়ের বিস্তার। 'রিপাবলিক অব কাস্ট' একাধারে ঐতিহাসিক,অন্যদিকে ভীষণ রকমের সাম্প্রতিক। বইটির বুনন বড়ো চমৎকার। এতে রয়েছে মার্ক্সের বিশ্ববীক্ষার পাশাপাশি আম্বেদকরের ভাবনার ভুবন। এখানে বর্ণ ও শ্রেণির সম্পর্কের বিষয়টি, তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা রয়েছে তেমনি সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটিও বাদ যায়নি। ঔপনিবেশিক ভারতে কীভাবে মাহার সম্প্রদায়ের এক তরুণ দলিত রাজনীতির তত্ত্বায়ণ ও প্রয়োগের প্রশ্নটির মত সমান গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে আম্বেদকরের প্রয়াণের পর দলিত রাজনীতির করুণ পরিণতির কথা। এসেছে সংরক্ষণের প্রশ্নটি। তবে তেলতুম্বেডের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হল তিনি তার অতীতচারণাকে স্থাপন করেছেন নয়া উদারবাদী ভারতে যেখানে শাসকের ঘোষিত ভারত রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান মডেলের ওপর। যেখানে বর্ণবাদী, পিতৃতান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ অন্তজ্য শ্রেণির মানুষদের ওপর প্রতিমুহূর্তে অত্যাচার নামিয়ে আনে। সেই গেরুয়া রাজনীতির কুশীলবরা বাবাসাহেবের মতাদর্শকে আত্মসাৎ করতে চায়,আর তাদের মদত জোগায় নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চালিত কর্পোরেটতন্ত্র। আর এই রাজনৈতিক ন্যারেটিভ যারা মানতে চায় না, এক সমতাভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখে রাষ্ট্র তাদের 'মাওবাদী' বলে দেগে দেয়। তাই বইটা পড়তে পড়তে আমরা উপলব্ধি করি আনন্দ তেলতুম্বেডে আর এই আলোচনার ব্যাখ্যাকার নন, একই সঙ্গে তিনি এই ব্যাখ্যার অনিবার্য পরিণতিও বটে। ফলত এই বই শুধু রাষ্ট্রকে অস্বস্তিতে ফেলে না, একই সঙ্গে রাষ্ট্র, পুঁজি ও রাষ্ট্র নির্বাচিত দলিত রাজনীতিবিদরা গত ৭৫ বছর ধরে একসাথে দলিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্কের রাষ্ট্র অনুমোদিত গ্র্যান্ড ন্যারেটিভটা তৈরি করেছে তাকেও অস্বস্তিতে ফেলে। কেন এইকথা বলছি তা অধ্যায় ধরে আলোচনা করলে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে একথা বলা প্রয়োজন যে সাধারণত পত্রিকা বা সংবাদপত্রের পাতায় যেভাবে গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশিত হয়, বর্তমান নিবন্ধটি সেই গোত্রের নয়। এই সুবিশাল গ্রন্থের নিবিড় পাঠের প্রতিক্রিয়া বলাই যুক্তিযুক্ত হবে এই লেখাকে।

যদিও শ্রেণি ও বর্ণ ধারণাগতভাবে দুটি আলাদা বিষয় আলাদা হলেও এদের মধ্যে সাযুজ্য প্রচুর, আবার একথাও সত্য যে এই দুই ভাবনার সঠিক মেলবন্ধন এক শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করতে পারে রাজনীতির ময়দানে। আবার সেই মেলবন্ধন না হলে কী হতে পারে তার প্রমাণ ভারতের বর্তমান রাজনীতিতে বাম ও দলিত রাজনীতির ক্ষয়িষ্ণু পরিণামে। কিন্তু একথাও সত্য যে নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান আপাত ব্যর্থ হবার পর বিপ্লবী বামশক্তি বর্ণের প্রশ্নে অনেক বেশি চিন্তাশীল ফলে দলিতরা আজ অনেক বেশি সংখ্যায় নকশাল আন্দোলনের শরিক। কিন্তু এই পরিবর্তন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যতটা, সেই মাত্রায় তাত্ত্বিক স্তরে নয়। আনন্দ তেলতুম্বেডে (দ্য কাস্ট এন্ড ক্লাস ডায়ালেক্টিক / দ্য ওয়ে ইন অ্যান্ড দ্য ওয়ে আউট) মনে করেন বর্ণের প্রশ্নটি মার্কসবাদীদের কাছে যথাযথ গুরুত্ব না পাওয়ার কারণ প্রথমদিকে নেতৃত্বের ব্রাহ্মণ্যবাদী পারিবারিক উৎস (আজও কমবেশি একথা সত্য) এবং ভিত ও উপরিকাঠামো (বেস অ্যান্ড সুপারস্ট্রাকচার) সম্পর্কে যান্ত্রিক ধারণা। এটা না হলে ভারতে কমুনিস্ট ও দলিত আন্দোলন এক মিলনবিন্দু খুঁজে পেত। তেলতুম্বেডের মতে মার্কসের শ্রেণি সংগ্রামের সাধারণ তত্ত্বায়নে ভারতবর্ষ অবশ্যই একটা ব্যতিক্রম কারণ বর্ণের প্রবল উপস্থিতি। আম্বেদকর মনে করিয়ে দিয়েছেন চলার পথে হিন্দুত্ব বহু বিষয়কে আত্মীকরণ করলেও বর্ণব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারেনি, "বাট দেয়ার ইজ ওয়ান থিংকস্ হুইচ হিন্দুইজম হ্যাজ নেভার বিন এবেল টু ডু-নেমলি টু অ্যাডজাস্ট ইটসেল্ফ অ্যাবজরভ দ্য আনটাচেবল অর টু রিমুভ দ্য পাওয়ার অফ আনটাচেবেলিটি"। এই বর্ণবাদী ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি আক্রমণের শিকার হয়েছিল মধ্যযুগে ইসলামি শাসনের সময় যখন আলোকিত ইসলাম ও উন্নত সামন্তব্যবস্থা সৃষ্ট আর্থিক সুবিধার কারণে দলে দলে দলিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তেলতুম্বেডে শ্রেণির প্রশ্নে রাশিয়ান মার্কসবাদী নিকোলাই বুখারিনের পর্যবেক্ষণকে সঠিক মেনেছেন। বুখারিন তার (হিস্টোরিক্যাল ম্যাটেরিলিজম: অ্যা সিস্টেম অব স্যোসিওলজি' গ্রন্থে বলেছেন, "আ ক্লাস ইজ দ্য ক্যাটাগরি অব পারসনস্ ইউনাইটেড বাই অ্যা কমন রোল ইন দ্য প্রোডাকশন প্রসেস, হোয়ার অ্যাজ অ্যা স্যোসাল কাস্ট ইজ অ্যা গ্রুপ অফ পারসনস্ ইউনাইটেড বাই দেয়ার কমন পজিশন ইন দ্য জুরিস্টিক অর লিগ্যাল ওর্ডার অফ স্যোসাইটি"। ভারতের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য সঠিক কারণ একজন ব্রাহ্মণ গরীব হতে পারেন, বস্তিতে বাস করতে পারেন কিন্তু তার জন্মের কারণে তারা সামাজিক কাঠামোতে প্রভুত্ব করতে পারেন। তাই দলিতরা উৎপাদন সম্পর্কে তার অবস্থান ছাড়াও সামাজিক কাঠামোতে জন্মগত কারণে এক পূর্ব নির্ধারিত অবস্থানে থাকতে বাধ্য হয়। ভারতে সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্র ও দলিত কিন্তু তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয় না যতক্ষণ না তাদের বর্ণগত বিরোধের জায়গাটা দূরীভূত হয়।

আম্বেদকর নিজেও কিন্তু শ্রেণির প্রশ্নটিকে অস্বীকার করেননি। তিনি বলছেন শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব এক ধরণের অতিশয়োক্তি কিন্তু সমাজে শ্রেণির অস্তিত্ব এক ঐতিহাসিক

সত্য। শ্রেণির উৎসের কারণ অর্থনৈতিক, বৌদ্ধিক বা সামাজিক হতে পারে কিন্তু সমাজ অন্তর্ভুক্ত যে কোন মানুষ কোন না কোন শ্রেণিভুক্ত। তেলতুম্বেডের মতে মার্কস ও আম্বেদকরের শ্রেণি ভাবনায় পার্থক্য হল — "হোয়ার অ্যাজ ফর মার্ক্স ক্লাস ওয়াজ অ্যান এসেনসিয়াল অ্যান্ড ইউনিভার্সাল এলিমেন্ট স্পাইরেলিং ডাউন হিস্ট্রি থ্রু রেভলিউশনস্ টু আম্বেদকর ইট ওয়াজ আ কালচার স্পেসিফিক ইন্টারেস্ট গ্রুপ দ্যাট কুড অ্যাকম্পপ্লিস ইটস্ গোল বাই ফোর্সিং থ্রু আ সিরিজ অব চেঞ্জেস ইন ইটস সিচ্যুয়েশন"। কিন্তু আম্বেদকর নিজে কখনো মার্কসবাদকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অনুশীলন করার চেষ্টা করেননি। আসলে আম্বেদকর মহারাষ্ট্র কেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী পরিবার থেকে উদ্ভূত ভারতীয় কম্যুনিস্টদের দেখেছিলেন যাদের কাছে বর্ণ বিষয়টা ছিল এক নন ইস্যু আর আম্বেদকরের কাছে এটা ছিল প্রধান ইসু। তাই আম্বেদকর ও মার্কসবাদীদের মধ্যে এক দূরত্ব তৈরি হয়। কিন্তু আম্বেদকর আর্থিক প্রশ্নটিকে অস্বীকার করতে পারেননি। এমনকি তার নজর এড়ায়নি বোম্বের সুতাকলে দলিতরা সেই জায়গাগুলিতে কাজ পায় যেখানে সর্বনিম্ন মজুরিতে ক াজ হয়। কিন্তু শেষবিচারে শ্রেণি ও বর্ণের প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে যায়। আজ কমুনিস্টরা বর্ণকে মেনে নিয়েছেন, অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগ্রাম বা সংরক্ষণের প্রশ্নে তাদের অবস্থান ইতিবাচক। কিন্তু তেলতুম্বেডে মনে করিয়ে দিয়েছেন তাত্ত্বিক স্তরে বিষয়টির সমাধান হয়নি, এমনকি তার রচনাতেও এই প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট দিশা নেই।

যদি মুর্তি, ছবি, পোস্টার, গান, গীতিকবিতা, প্রচারপত্র, সেমিনার বা সম্মেলন মাপকাঠি হয় তবে বাবাসাহেব আম্বেদকর ভারতীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে চর্চিত নাম। কিন্তু আম্বেদকরের রাজনৈতিক ভাবনা ও তার প্রয়োগের প্রশ্নটি আজও খুবই দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। আনন্দ তেলতুম্বেডে খুব সাহসের সঙ্গে বিষয়টি (আম্বেদকর, আম্বেদক্যারিটস অ্যান্ড আম্বেদক্যারিজম ফ্রম প্যাস্থার টু স্যাফরন স্লেভস্) আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার এক প্রান্তে রয়েছে এক দলিত যুবকের সংগ্রাম, তার মতাদর্শ, অন্যদিকে সেই মতাদর্শকে যারা তার মৃত্যুর পর বহন করার শপথ নিয়েছিলেন, তাদের রাজনৈতিক অবস্থান। আম্বেদকারের রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৯৬৭ সালে রামচন্দ্র বাবাজী মোরে পরিকল্পিত মাহাদ সম্মেলনে যা তখন 'ডিপ্রেসড ক্লাসেস কনফারেন্স' নামে পরিচিত ছিল। এই সম্মেলনের শেষে একটি জলাধারের জল যাতে সবাই ব্যবহার করতে পারে তার জন্য দলিতরা এক পদযাত্রার আয়োজন করে যা উচ্চবর্ণেরআক্রমণের শিকার হয়। এরপর দ্বিতীয় সম্মেলনে আম্বেদকার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'মনুস্মৃতি' পুড়িয়ে ফেলার ডাক দেন। আম্বেদকর প্রথম থেকেই দলিতদের পৃথক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। মর্লে-মিন্টো সংস্কার ও মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে দলিতরা তাদের প্রাপ্য অধিকার পাননি — একথা বাবাসাহেব ধারাবাহিকভাবে বলে গেছেন। কংগ্রেস সাইমন কমিশনকে বয়কট করলেও আম্বেদকর তাদের তাদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। বর্ণহিন্দুদের প্রবল প্রতিবাদ (যার মধ্যে মহাত্মা

গান্ধিও ছিলেন) সত্বেও তিনি এবং রীতামালি শ্রীনিবাসন আমন্ত্রিত হিসাবে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। এরপর যখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড উচ্চ বর্ণ, মুসলিম, শিখ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন গান্ধিজি বাধ্য হয়ে অনশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পুনা চুক্তির মাধ্যমে অনশনের সমাপ্তি হয় এবং সংসদীয় নির্বাচনে দলিতদের জন্য আসন সংরক্ষণ অবশ্যই এক সাফল্য ছিল। আম্বেদকর অবশ্য জাত ব্যবস্থার অভিশাপকে ভোলেননি এবং এই প্রশ্নে গান্ধির সঙ্গে তার মূলগত বিরোধ ছিল। গান্ধিজী যখন তার হরিজন 'পত্রিকার জন্য তার কাছে এক শুভেচ্ছা বার্তা চান তখন তিনি বলেন, 'দ্য আউটকাস্ট ইজ অ্যা বাইপ্রোডাক্ট অফ দ্য কাস্ট সিস্টেম দেয়ার উইল বি আউটকাস্টস্ অ্যাজ লং অ্যাজ দেয়ার আর কাস্টস্ নাথিং ক্যান এমাবসিপেট দ্য আওয়ার কাস্ট এক্সসেপ্ট দ্য ডিসট্রাকসন অফ কাস্ট সিস্টেম'।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুসারে যখন ব্রিটিশ ভারতে আইনসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হল তখন বাবাসাহেব ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি তৈরি করলেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তার বর্শামুখ নির্দিষ্ট করে তিনি তার বহু আলোচিত উক্তিটি করেন, 'আই হ্যাড দি মিসফরচুন অফ বিইয়ং বর্রন উইথ দ্য স্টিগমা অফ অ্যান আনটাচেবল হাউএভার ইট ইজ নট মাই ফল্ট বাট আই উইল নট ডাই আ হিন্দু ফর দিস ইজ ইন মাই পাওয়ার'। আইএলপি তার প্রথম লগ্নে একাধিক গণ আন্দোলনে অংশ নেয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বোম্বে মিউনিসিপাল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা, খোতি প্রথা অবসানের লক্ষ্যে কৃষকদের ঐতিহাসিক পদযাত্রা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট বিলের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ইত্যাদি। যদিও এই সক্রিয়তা সত্বেও দলিতদের অধিকার অর্জনের লড়াইতে মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলি সমর্থন মেলেনি বরং বাবাসাহেব তাদের কৌশলী বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এই অবস্থান বর্ণ রাজনীতি তার কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে এবং আইএলপির বদলে প্রতিষ্ঠা করেন 'অল ইন্ডিয়া সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন'। যদিও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে ৫১টি সিটে লড়াই করে ফেডারেশন মাত্র দুটো আসনে (বাংলায় যোগেন মন্ডল ও কেন্দ্র প্রদেশে আর পি যাদব জয়লাভ করে। পরে আম্বেদকর যোগেন মন্ডলের সহযোগিতায় পূর্ব বাংলা থেকে সংবিধান সভায় নির্বাচিত হন কিন্তু দেশভাগের কারণে সদস্যপদ চলে যায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আম্বেদকর কংগ্রেসের সঙ্গে এক বোঝাপড়ায় আসেন এবং ভারতীয় সংবিধানের রূপকার রূপে পরিচিত হন। তেলতুম্বে এই সময়পর্বের ব্যাখ্যাটি চমৎকার উপস্থিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে কংগ্রেস কিছুদিনের জন্য হলেও আম্বেদকরকে তাদের রাজনীতির অংশ করে নেন। তেলতুম্বেডে ভারতীয় সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে আম্বেদকারের 'অভূতপূর্ব ভূমিকা' সম্পর্কে মোটেই আলোড়িত নন কারণ তিনি জানেন সংবিধানের ৩২১ টি আর্টিকেলের মধ্যে ২৫০টি সোজাসুজি ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) এর থেকে নেওয়া। বরং তেলতুম্বেডে দেখান কীভাবে বাবাসাহেব আইনমন্ত্রীর পদত্যাগ করেন এবং সংবিধান সম্পর্কে বলেন সংবিধান তৈরি হয়েছিল দেবতাদের জন্যও

তা আজ দানবের অধিকারে চলে গেছে। ভারতীয় রাজনীতিতে ক্রমেই একা হয়ে পড়া, ১৯৫২ সালের নির্বাচনে অসাফল্য তাকে হতাশ করে, ক্রমে আম্বেদকরের নির্বাচনী কৌশল ও মতাদর্শের সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৫৬ সালে নাগপুরে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ঐতিহাসিক সমাবেশে তিনি আবার নতুন রাজনৈতিক দলগঠনের কথা ঘোষণা করেন যার নাম 'রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া' (আরপিআই)। নতুন পার্টির এহেন নামকরণে তিনটে কারণের কথা বলা হয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লিঙ্কনের পার্টির নাম, বুদ্ধদেবের মহাজনপদের সময় প্রজাতন্ত্রের আদর্শ, গণভিত্তি বাড়ানো। এই গোটা পর্ব থেকে এটা পরিষ্কার দলিত অধিকার ও বর্ণপ্রথার বিলোপের ধারাবাহিক লড়াইয়ে বাবাসাহেব নানাভাবে কৌশল পরিবর্তন করেছেন। মূল লক্ষ্যে স্থির থেকে তিনি এক ধারা তৈরি করেছেন যাকে অস্বীকার করে দলিত রাজনীতির কোন পৃথক ন্যারেটিভ তৈরি হয়নি।

আম্বেদকরের মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনে আরপিআই ১৩টি আসন পায়। কিন্তু তার পরে শুরু হয় ভাঙনের খেলা। আম্বেদকরবাদ বলতে কী বোঝায় ও পার্টির রণকৌশল কী হবে এই প্রশ্নে দল বি সি কাম্বলে ও দাদাসাহেব গায়কোয়ানড় — এই দুই গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। সুযোগসন্ধানী মহারাষ্ট্রের প্রথম কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী যশোবন্তরাও চৌহান রিপাবলিকান দলের অনেক নেতাকে কংগ্রেসে নিয়ে আসেন। ষাট এর দশকের শেষ পর্বে যখন সারা পৃথিবী গণ আন্দোলনে উত্তাল তখন মহারাষ্ট্রে দলিত রাজনীতির বন্ধ্যা অবস্থা কাটাতে নামদেও ধাসাল ও জে বি পাওয়ারের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'দলিত প্যান্থার' নামে এক রাডিক্যাল দল যাদের অনুপ্রেরণা ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্ল্যাক পান্থাররা। তাদের উত্থান ও বক্তব্য ছিল প্রতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বিপদসংকেত স্বরূপ তাই তাদের বিভাজিত করার কৌশল নেয় শাসকশ্রেণি। এবারো বিভাজন হয়। আজ রিপাবলিক পার্টির রাজনীতি প্রকাশ আম্বেদকর ও রামদাস আজওয়ালে (মোদি সরকারের মন্ত্রী) শিবিরে বিভক্ত ও নেহাতই দুর্বল। কিন্তু দলিত রাজনীতির আরেকটি উত্থান কেন্দ্র ছিল উত্তরপ্রদেশ। তেলতুম্বেডে এই বিষয়টিকেও আর আলোচনার (অ্যাসারসন নট অ্যানহিলেশন/দ্য বিএসপি এনজিমা) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী কাঁসিরামের রাজনীতিতে আসা একটা ঘটনার ভিত্তিতে। তার অফিসে আম্বেদকর জয়ন্তীতে ছুটি বাতিলের প্রতিবাদে এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী প্রতিবাদ করলে আধিকারিকরা তাকে বরখাস্ত করেন। তাকে চাকরিতে ফেরানোর জন্য এক আইনি ও সামাজিক আন্দোলন শুরু হয় যার পুরোভাগে ছিলেন কাঁসিরাম। এখান থেকে শুরু হয় তপশিলি জাতিভুক্ত সরকারি কর্মচারীদের সংগঠিত করার কাজ, যা পূর্ণতা পায় 'অল ইন্ডিয়া ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড মাইনরিটি কমিউনিটিস এমপ্লয়িজ ফেডারেশন' (বামসেফ) গঠনের মাধ্যমে। এই কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তা ও অংশগ্রহনে অল্পদিনের মধ্যেই বামসেফ এক সর্বভারতীয় সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে কাঁসিরাম গড়ে তোলেন 'দলিত শোষিত সমাজ সংঘর্ষ সমিতি' (ডিএস৪)। আম্বেদকরের মত কাঁসিরামও বলতে থাকেন রাজনৈতিক শক্তি না

পেলে দলিতদের মুক্তি সম্ভব নয়। এ সময় থেকে তিনি এক বহুজন সমাজের কথা বলতে থাকেন যারা নির্বাচনী পাটিগণিত বাকিদের পরাজিত করতে পারবে। তার শ্লোগান ছিল 'ব্রাহ্মণ, বানিয়া, ঠাকুর চোর, বাকি সব হ্যাম ডিএস৪'। উচ্চবর্ণের বিপ্রতীপে বহুজন সমাজের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের স্বপ্নকে সাকার করতে তিনি বেছে নেন উত্তরপ্রদেশকে (অবিভক্ত) যেখানে ভারতের তপশিলি জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার ২১.১% মানুষের বাস। মণ্ডল কমিশন পরবর্তী ভারতে অসম্ভব বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তিনি প্রথম 'মজবুত সরকার নেহি, হামে চাহিয়ে মজবুর সরকার' কথা বলেন। এর অর্থ সরকার গড়তে দলগুলিকে বহুজন সমাজ পার্টির সাহায্য নিতে হবে। নিজেদের রাজনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করতে কাঁসিরাম শ্লোগান তোলেন 'তিলক, তরাজু আউর তলোয়ার, মারো ইনকো জুতো চার'। তেলতুম্বেডে দেখিয়েছেন এইভাবে রাজনৈতিক চুক্তি, আপোষ, সংঘর্ষের মাধ্যমে কাঁসিরাম ও তার ভাব শিষ্যা মায়াবতী দলিতদের জন্য এক পৃথক রাজনৈতিক পরিচিতি অর্জন করলেন যার প্রমাণ উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর তিনবার মুখ্যমন্ত্রীর পদলাভ। মায়াবতীর সরকার দলিতদের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় হলেও এই আপোষের রাজনীতি, বর্ণের ধ্বংসের বদলে তাকে স্থাপনা বিএসপির রাজনীতিকে এক কানাগলিতে এনে ফেলে। দুর্নীতি, অপরাধ প্রবণতা, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ঐক্য প্রচেষ্টা, নয়া উদারবাদের জমানায় হিন্দুত্বের শক্তির সঙ্গে পরোক্ষ জোট উত্তর ভারতে আজ বিএসপির রাজনৈতিক শক্তিকে অনেক দুর্বল করে দিয়েছে।

'দ্য রিপাবলিক অব কাস্টে'র প্রচ্ছদে লেখা আছে নয়া উদারবাদী হিন্দুত্বের জমানায় সাম্যের চিন্তা। স্বাভাবিকভাবে হিন্দুত্ববাদীদের নিউক্লিয়াস রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের রাজনৈতিক শাখা ভারতীয় জনতা পার্টি দলিত রাজনীতিকে কিভাবে দেখে তা নিয়ে তেলতুম্বের ভাবনাটা জরুরি (স্যাফ্রনাইজিং আম্বেদকর / দ্য আরএসএস ইনভারসন অফ দ্য আইডিয়া অব ইন্ডিয়া) এক্ষেত্রে বিজেপি যে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতি দ্বারা চালিত হয় তারা বর্ণবাদের সোচ্চার সমর্থক। আবার বিজেপি যে হিন্দুত্বের রাজনীতির জয়যাত্রার স্বপ্ন দেখে তা দলিতদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। স্বধীনতার প্রথম চার দশকে এই রাজনীতি প্রাধান্যকারী জায়গায় না থাকলেও সংঘ নেতৃত্ব তাদের কাজ চালিয়ে গেছেন এবং দলিতদের হিন্দু রাজনীতির প্রভাবে আনতে তারা চেষ্টার কসুর করেননি। তেলতুম্বেডের মতে এর প্রধান কৃতিত্ব সরসংঘচালক বালাসাহেব দেওরসের (১৯৭৩-১৯৯৪)। দলিতদের সংঘের প্রভাবে আনার জন্য তিনি প্রথমে এনজিও সংগঠন 'সেবা ভারতী' গড়ে তোলেন। ১৯৮৩ সালে আম্বেদকর জয়ন্তীতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত দলিত যুবকদের মূল হিন্দু ধারায় যুক্ত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় সামরাস্তা মঞ্চ নামে এক সংগঠনের। ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা হয় আম্বেদকর ছিলেন হিন্দুদের পক্ষে এবং মুসলমান ও কমুনিস্ট বিরোধী, ঘর ওয়াপসির সমর্থক, গেরুয়া পতাকাকে জাতীয় পতাকা গণ্য করার পক্ষে ইত্যাদি। সংঘের প্রচারে দুটো দিক ছিল — এক দিকে আম্বেদকরের নতুন ইমেজ নির্মাণ যা তাদের প্রধান সমর্থক

অর্থাৎ বর্ণ হিন্দুদের খেপিয়ে তুলবে না, অন্যদিকে আম্বেদকরের জাতপাত নিয়ে বক্তব্যকে আলোচনার বাইরে রাখার চেষ্টা। তাই এই তথ্য আমাদের অবাক করে না যে সংঘের সকালের প্রার্থনা সভায় যাদের স্মরণ করা হয় সেই তালিকায় আম্বেদকরের সংযোজন বা বিজেপির কর্তাদের রীতিমতো নিয়ম করে দলিতদের বাড়িতে ভোজন ও রাত্রিবাস। আম্বেদকরকে প্রাতিষ্ঠানিক আইকনে রূপান্তরিত করার বিষয়টি বিজেপি সরকারের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ 'পঞ্চতীর্থ প্রকল্প'। আম্বেদকরের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ৫টি জায়গাকে একটি পর্যটন সার্কিটে রূপান্তরিত করা হয়েছে এগুলি হল—'জন্মস্থান, মৌ, লন্ডনে যে বাড়িতে থেকে তিনি পড়াশোনা করতেন, নাগপুরের দীক্ষাভূমি যেখানে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, মহাপরিনির্বাণস্থল, দিল্লির যেখানে তার প্রয়াণ ঘটে এবং মুম্বাইয়ের চৈতন্যভূমি যেখানে তার দেহাবশেষ রাখা রয়েছে। সংঘ পরিবারের ব্যক্তি আম্বেদকরকে আত্মসাৎ করে দলিতদের মন জয়ের চেষ্টা একটা মাত্রা পর্যন্ত সফল হয়েছে, তা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

সংঘ পরিবারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্বেও তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির সঙ্গে দলিত ভাবনার যে মূলগত বিরোধ তার সমাধান সংঘের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সংঘ বর্ণ ব্যবস্থার পক্ষে আর আম্বেদকরের রাজনীতির মূল অক্ষ 'অ্যানহিলেশন অব কাস্ট'। তিনি বহু আগেই বলেছেন, — "ইফ হিন্দুরাজ ডাজ বিকাম আ ফ্যাক্ট ইট উইল নো ডাউট, বি দ্য গ্রেটেস্ট ক্যালামিটি ফর দিস কান্ট্রি নো ম্যাটার হোয়াইট দ্য হিন্দুজ সে, হিন্দুইজম ইজ আ মেনান্স টু লিবার্টি, ইকোয়ালিটি অ্যান্ড ফ্যাটারনিটি"। তাই হিন্দুত্বের রাজনীতির বিরুদ্ধে, আম্বেদকরকে আত্মসাতের বিরুদ্ধে দলিত শিক্ষিত যুবকেরা এক বৌদ্ধিক প্রতিবাদে সামিল হয় যা হিন্দুত্বের রাজনীতির স্বরূপকে উন্মোচিত করে। যেভাবে মোদি জামানায় ২০১৫ সালে চেন্নাই আই আই টিতে আম্বেদকর—পেরিয়ার স্টাডি সার্কেল'কে নিষিদ্ধ করা হয় তা থেকে এটা প্রমাণিত হয় এই বৌদ্ধিক প্রতিবাদের উত্তর সংঘ পরিবারের কাছে নেই। তাই মোদি জামানায় দলিতদের ওপর উচ্চ বর্ণের সন্ত্রাস তো কমেই না বরং দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আবার দলিতরা প্রতিবাদের নতুন ভাষ্য তৈরি করে যা হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যার পর দেশব্যাপী প্রতিবাদে, উনার সত্যাগ্রহে, ভীমা কৌরেগাও এর ভূমিতে প্রতিভাতহয়।

দলিত রাজনীতির সঙ্গে হিন্দুত্বের রাজনীতির বিরোধের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল আজকের গুজরাট। তেলতুম্বেডে (দলিত প্রোটেস্টস্ ইন গুজরাট / অ্যা সিফ্‌টিং প্যারাডাইম) খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। মহাত্মা গান্ধির জন্মভূমি গুজরাটে দলিতরা সংখ্যায় খুব কম (রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৭.১ শতাংশ) স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে খাম ফর্মুলা (ক্ষত্রিয় + হরিজন + আদিবাসী + মুসলিম) কে কাজে লাগিয়ে এখানে কংগ্রেস দীর্ঘ সময় শাসন করে। সামাজিক আর্থিকভাবে পিছিয়ে পরা গোষ্ঠীগুলির জন্য লাপু সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে বিরোধিতা করে ব্রাহ্মণ, বেনিয়া ও পাতিদার (প্যাটেল) দের

নিয়ে বিজেপি এখানে নতুন জোট গঠন করে। এ সময় (১৯৮১) এখানে একাধিক দাঙ্গা হয় যার আঁচ পড়ে দলিতদের ওপর। হিন্দুত্বের গবেষনাগার রূপে চিহ্নিত গুজরাটে বিজেপি নেতৃত্ব বুঝতে পারেন আগামী দিনে দলিত ও আদিবাসীদের বিরোধিতা তাদের রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেবে। ফলে তারা মুসলিমদের প্রতি ঘৃণাকে লক্ষ্য বস্তু করে দলিত, আদিবাসী এবং ওবিসিদের জোটবদ্ধ করে। তাই দেখা যায় গুজরাটের দাঙ্গাতে মুসলিম নিধনে এরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তাতে দলিতদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে ন্যাশানাল কমিশন ফর সিডিউল কাস্টের সংসদে পেশ করা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, সারা দেশের মধ্যে বিজেপি শাসিত তিনটি রাজ্যে গুজরাট, ছত্তিসগড় ও রাজস্থানে দলিতদের ওপর সংগঠিত অপরাধের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সেই হিন্দুত্বের গবেষণাগারে তৈরি হল বিকাশ পুরুষ নরেন্দ্র মোদির ইমেজ। কিন্তু সেই গুজরাটের উনায় ২০১৬ সালে মৃত গরুর দেহাবশেষ সরানোর কাজে যুক্ত এক দলিত পরিবারের ওপর বর্ণ হিন্দুদের আক্রমনের বিরুদ্ধে এক নতুন আন্দোলন সংগঠিত হল। শুধু অপরাধীদের শাস্তির দাবি নয়, এই লড়াইয়ের প্রধান দাবি ছিল দলিতদের সরকারি জমি দিতে হবে যা কাগজকলমে গুজরাট সরকার দেখিয়েছিল তা দলিতদের হস্তান্তর করা হয়েছে। উনা সত্যাগ্রহের মূল শ্লোগান ছিল 'গরুর লেজ তোমরা রাখো, আমাদের জমি ফেরত দাও'। তেলতুম্বেডে দেখিয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলিত গ্রাম ভারতের বাসিন্দা হওয়া সত্বেও দলিত রাজনীতিতে জমির অধিকার কোনও গুরুত্ব পায়নি। এটা কমিউনিস্ট অ্যাজেন্ডা বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমনকি শেষ জীবনে এসে আম্বেদকর পর্যন্ত অনুতাপ করে বলেছিলেন তিনি এতদিন যা করেছেন তা শিক্ষিত শহুরে দলিতদের জন্য, গ্রামের দলিতদের জন্য তিনি কিছু করতে পারেননি। উনার গুরুত্ব হল দলিত রাজনীতির সঙ্গে জমির অধিকারের প্রশ্নটি যুক্ত হল। আমরা দেখালাম উনার প্রভাবে দক্ষিণ ভারতে আরেকটি বিজেপি গড়ে হল 'চলে উদিপি' পদযাত্রা যা কর্ণাটকের রাজনীতিতে সদর্থক প্রভাব ফেলেছে।

নয়া উদারবাদী অর্থনীতির যুগে সংস্কার প্রক্রিয়া কি দলিতদের অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করছে? ইদানীং মূলধারার সংবাদমাধ্যমে এবং অর্থনীতিবিদদের লেখনীতে এই প্রসঙ্গে নানা আলোচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তেলতুম্বেডে এই ব্যাপারে খুব মূল্যবান এক আলোচনা স্লামডগ অ্যান্ড মিলিওনারিজম: দ্য মিথ অব কাস্ট — ফ্রি নিওলিয়ালিজম উপস্থিত করেছেন। এই ব্যাপারে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির সমর্থকদের বক্তব্য হল যে মুক্ত বাজার যেহেতু বর্ণ, জাত-পাত দেখে না তাই দলিতরা এখানে কোন বৈষম্যের শিকার হবেন না। আপন যোগ্যতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা সফল ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যগী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। এই তত্ত্ব নতুন কথা নয় বরং সামাজিক ডারউইনবাদের এক নয়া রূপ। ভারতে যত দলিত মানুষ বাস করেন তার মধ্যে ৮১ শতাংশ গ্রামে থাকেন। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভুমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক। বাকিরা

থাকেন শহরে। এই শহরদের মধ্যে বেশিটাই অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং বস্তিতেতাদের বাস। দলিতদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের গল্পটা শুরু হয় ভারতের রিটেল শিল্পে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতির প্রশ্নে। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর টাইমস অব ইন্ডিয়ান চন্দ্রভান প্রসাদ ও মিলিন্দ কাম্বলের লেখা এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল — 'টু এমপাওয়ার দলিত, ডু অ্যাওয়ে উইথ ইন্ডিয়াজ অ্যান্টিকিউটেড রিটেল ট্রেডিং সিস্টেম'। নিবন্ধকারদের বক্তব্য ছিল এতদিন ভারতের রিটেল সেক্টর ছিল জাত-পাত নির্ভর। বিদেশি পুঁজির আগমনে বিষয়টা পরিবর্তিত হবে ও দলিত ব্যবসায়ীদের উন্নতির সুযোগ আসবে। মোদ্দা কথা হল ওয়াল মার্ট, টেস্কাকোদের হাত ধরে দলিতদের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটবে। এই তত্ত্বায়নের ভিত্তি ছিল পেনিসালভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি অব ইন্ডিয়া কৃত এক সমীক্ষা (ডিফায়িং দ্য ওডস: দ্য রাইজ অফ দলিত এন্টারপ্রাইজ) যাতে দাবি করা হয় সংস্কার প্রক্রিয়া কিভাবে দলিত শিল্পোদগীদের সাহায্য করেছে। এই বক্তব্যকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে নবগঠিত দলিত চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। তেলতুম্বে এই সমীক্ষার পদ্ধতি গত ত্রুটিগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং দারুণভাবে দেখিয়েছেন কেন রিটেল সেক্টর (রাস্তার পাশে ঠেলার দোকান থেকে পাড়ার মাঝে ছোট কিরানা দোকান) কখনোই জাত-পাত নিয়ন্ত্রিত ছিল না, কিভাবে দলিতদের মধ্যে একটা অংশ এই ধরনের ছোট দোকানগুলোকে সামান্য পুঁজির সাহায্যে বাঁচিয়ে পাখতে সমর্থ হয়েছিল। আর দলিত উদ্যোগগুলো নয়া উদারবাদের জমানায় সরকার থেকে নানান সাহায্য পেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে — এই দাবি কতটা অসার তা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মালিকানাধীন এম এস এম ই উদ্যোগগুলি থেকে সরকার মাত্র ০.৩৭% সামগ্রী ক্রয় করে (২০১৭ সালের মার্চের রিপোর্ট)। আর সত্যিই যদি নয়া উদারবাদ ব্যবসার ক্ষেত্রে এক সাম্যের বাতাবরণ তৈরি করে তবে দলিত চেম্বার অব কমার্সকে সংরক্ষণ ও আর্থিক অনুদানের দাবি তুলতে হত না। তেলতুম্বে আমাদের সঠিকভাবে মনে করিয়ে দেন ভারতের মত এক চরম বৈষম্যের দেশে যেখানে সম্পদের ৯০ শতাংশ মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত যেখানে দলিতদের আর্থিক সমৃদ্ধিরগল্প এক পরিকল্পিত মিথ্যাচার। আর এই উদারবাদী কর্পোরেট অর্থনীতি আর হিন্দুত্বের রাজনীতি আলাদা কিছু নয়,পরস্পরের পরিপূরক। বহুদিন আগেই একথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন মার্কসবাদী পন্ডিত আইজাজ আহমেদ — "দ্য আইডিওলজি অফ হিন্দুত্ব অ্যান্ড ইকনোমিকস অব লিবারাইজেশন আর নট ওনলি রিকনসিলেবল বাট কমপ্লিমেন্টারি"।.

দলিতদের ওপর উচ্চবর্ণের হিংসা ও সংগঠিত সন্ত্রাস এদেশে নিত্যদিনের ঘটনা। গড়পড়তা এদেশে রোজ দুজন দলিতকে খুন ও ৫ জন দলিত রমণীকে ধর্ষণ করা হয়। এর মধ্যে ভগ্নাংশ মাত্র মিডিয়াতে খবর হয়, সামান্য পুলিশি সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। আর বেশিটাই আমাদের বর্ণবাদী সংস্কৃতির নিয়মে সাধারণ ঘটনা বলে বিস্মৃতির অন্তরালে

হারিয়ে যায়। তেলতুম্বেডে এই হিংস্র পাশবিক অত্যাচার কীভাবে হয় তার ধারাভাষ্য আমাদের সামনে উপস্থিত করেননি বরং মনোযোগী হয়েছেন তার কারণ, রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া ও দলিত রাজনীতিবিদদের ভূমিকার ওপর। তেলতুম্বের আলোচনার ভরকেন্দ্রে রয়েছে নাগপুর থেকে ১২৫ কিমি দূরে অবস্থিত খৈরানলজি গ্রামের ঘটনা। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর উচ্চবর্ণের লোকেরা ভাইয়ালাল ভোটমাঙ্গার পুরো পরিবারকে (৫ জন) খুন করে। পরের দিন তাদের পরিচিতি ছাড়াই সংবাদপত্রে সাধারণ হত্যাকান্ড হিসাবে খবরটা প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরিস্থিতির বদল ঘটে যখন দুটি সামাজিক সংগঠন বিদর্ভ জন আন্দোলন সমিতি ও মানুষকি অ্যাডভোকেসি সেন্টার আসল সত্যটা প্রকাশ করে। নাগপুর শহর প্রত্যক্ষ করে এক অভূতপূর্ব দলিত প্রতিরোধ ও তা দমনে মহারাষ্ট্র পুলিশের নৃশংস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। আনন্দ তেলতুম্বে সহ মহারাষ্ট্রের অধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস যে তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট পেশ করে তা নিয়ে সারা দেশে আলোচনা শুরু হয়। শেষপর্যন্ত দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং নিম্ন আদালতে কয়েকজনের ফাঁসির হুকুম হয় যা পরে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে যাবজ্জীবন সাজায় পরিবর্তিত হয়। তেলতুম্বে দেখিয়েছেন কিভাবে গোটা ব্যবস্থাটা দলিত বিরুদ্ধে কাজ করে। সেই ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে যে দলিতরা সরকারি চাকরি করে তারাও কিন্তু কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। উপরিক্ত ঘটনায় দলিত রাজনীতিবিদদের ভূমিকাও এত দুর্বল ছিল যে প্রতিবাদী জনতা কোন দলিত রাজ্যস্তরের নেতাকে এলাকায় ঢুকতে পর্যন্ত দেয়নি। দলিত রাজনীতিবিদদের (মূলধারার সংসদীয় রাজনীতির নেতারা) ভূমিকা এত নির্লজ্জ কেন তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তেলতুম্বেডে দেখিয়েছেন কিভাবে তারা শাসকশ্রেণির ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আজ দলিতদের উপর সংগঠিত হিংসার বিরুদ্ধে সমস্ত ধরণের প্রতিরোধের কর্মসূচি ছাড়া দলিত রাজনীতি একপাও এগোতে পারবে না।

আমরা ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল যেভাবে আজ রাষ্ট্রের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরোধীদের রাষ্ট্র দেশদ্রোহী, মাওবাদী তকমা দিয়ে জেলে পুরে দিচ্ছে, সেই প্রক্রিয়াকে তেলতুম্বেডে কীভাবে ব্যাখ্যা করেন, তার দিকে । তেলতুম্বেডে তার আলোচনা শুরু করেছেন অমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৬ সালে হুই নিউটন ও ববি সিল প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির উপর নির্মিত হলিউড সিনেমা 'A Huey p.Newton story' এর একটি দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে যেখানে নিউটন বলছেন যে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এফ বি আই — এর প্রধান মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র বন্দুকের শক্তি নয়, প্যান্থারদের শিশুদের জন্য প্রাতরাশ প্রকল্পকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। যদিও প্রশ্ন থেকে যায় মতাদর্শ না থাকলে একটা রাজনৈতিক পার্টি জনগণের পক্ষে এক দায়বদ্ধ অবস্থান নেয় কীভাবে? কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আজ পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে জল-জমি-প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ ও গরীব মানুষকে উচ্ছেদের কর্পোরেট পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যে রক্তস্নাত লড়াই তার পুরোভাগে যে মানুষরা তারা একাধারে দলিত ও আদিবাসী, আবার রাজনৈতিক

পরিচয়ে তারা মাওবাদী। তেলতুম্বে দেখিয়েছেন দলিত অধিকার আন্দোলনের কর্মী সুধীর ধাওয়ালে, আইনজীবি অরুণ ফেরিরা, চিকিৎসক বিনায়ক সেন, আদবিাসী আন্দোলনের নেত্রী সোনি সোরিকে কিভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়, কিভাবে সরকার, মিডিয়ার সক্রিয় প্রচারে এবং মহামান্য আদালতের নিষ্ক্রিয়তার কারণে তাদের জেলে পচে মরতে হয়। আলোচনায় ৯৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইবাবাকে জেলে সাধারণ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয় তার উল্লেখ আছে। তেলতুম্বের পর্যবেক্ষণ হল রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য দানবীয় আইনগুলির সাহায্যে (রাষ্ট্রদ্রোহ আইন, ইউএপিএ প্রভৃতি) মাওবাদীদের যতটা সময় জেলে আটকে রাখা যাতে তারা তাদের প্রতিবাদকে এগিয়ে না নিয়ে যেতে পারে। আবার বহু সংখ্যায় দলিত যুবকরা মাওবাদী কেসে জেলে গেলেও দলিত সমাজে সেরকম ঝড় ওঠেনা কারণ মার্কসবাদ সম্পর্কে দলিতদের একটা বড়ো অংশের দীর্ঘকালীন বিচ্ছিন্নতা। রাষ্ট্রের এই ঘৃণ্য কৌশল আরো সংগঠিতভাবে প্রযুক্ত হয় ভীমা-কোঁরেগাও মামলায়। যে উদাহরণ গুলো তেলতুম্বে তার লেখায় উল্লেখ করেন সেই মানুষরা আবার জেলে যান, তাদের সঙ্গী হন আনন্দ তেলতুম্বে।

দলিত রাজনীতির ইতিহাস, আজকের অবস্থা এবং বামপন্থার সঙ্গে তার সম্পর্ক, ঐক্য বিরোধ — সমাজ বিজ্ঞানের এক অনিবার্য পাঠ। আর সেই পাঠে আগ্রহী মানুষদের কাছে 'রিপাবলিক অব কাস্ট' বইটি যে অবশ্যপাঠ্য তা নিশ্চিন্তে বলতে পারি।